Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 224–230
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ব্রাত্য বসুর নাটক 'করোনার দিনগুলোতে প্রেম' : সময়ের দর্পণ, আশাবাদের আলোকবর্তিকা

মনোজ কুমার মন্ডল
সহকারী শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
নন্দপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)
ইমেল : makmondal2@gmail.com

Keyword
করোনার প্রভাব, ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা, সংবাদ মাধ্যম, মানবিকতার অবক্ষয়, বিজয়-সুলগ্নার দাম্পত্য-কলহ, সুস্থ-স্বাভাবিক পৃথিবীর পূর্বাভাস।

Abstract
সুস্থ-স্বাভাবিক পৃথিবীতে হঠাৎ করে করোনার করাল গ্রাস আসে নেমে। চলমান জীবনযাপনে নেমে আসে বাধা। জীবনের রথের চাকা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। নাটকের প্রধান চরিত্রদ্বয় বিজয়-সুলগ্না এই চরম দুঃসময়ে আশাহত হয় না। তারা ভেবেই নেয় 'পৃথিবী আবার শান্ত হবে'। ডাক্তার পালচৌধুরী দেবদূত হিসেবে দেখা দেন এবং চেষ্টা করেন করোনাকে নির্মূল করতে। করোনাকালে দুশ্চিন্তা, একাকীত্ব, সন্দেহপ্রবণতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'করোনার দিনগুলোতে প্রেম' নাটকেও সুলগ্না চরিত্রের মধ্যে স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত সন্দেহ আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। করোনার সময়ে মাস্ক আমাদের জীবনধারণের আপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। 'লক ডাউনে'র সময় খাদ্য-সংকট, সামাজিক দূরত্ব মেনে খাদ্য সংগ্রহ করার যে অভিজ্ঞতার সাক্ষী আমরা থেকেছি, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই নাটকে পাই। মানবিকতার অবক্ষয়ও এই সময়ে চরমে পৌঁছায়। সুলগ্না মাস্ক খুলে ফেলার অপরাধে আপন মাকে মেরে ফেলে। বিজয়-সুলগ্নার ছেলে রুনু পায়ে হেঁটে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আপন গৃহে ফেরত আসে। এ ঘটনা করোনাকালে হাজার-হাজার পরিযায়ী শ্রমিকদের পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরার দৃশ্যকে মনে করিয়ে দেয়। করোনা ভাইরাস নির্মূল করার ভ্যাকসিন যে প্রায় আবিষ্কার হতে যাচ্ছে, তার উল্লেখ বার বার নাটকে এসেছে। এ নাকট যেন করোনাকালের হুবহু ঘটনার পুনরাবৃত্তি।নেরাশ্যবাদের মধ্য দিয়ে এই নাটকটি শুরু হলেও শেষ হয়েছে আশাবাদের বাণী শুনিয়ে।

Discussion
'করোনার দিনগুলোতে প্রেম' নাটকটি ২৬শে এপ্রিল, ২০২০ থেকে ২৮শে এপ্রিল, ২০২০ তারিখের মধ্যে লেখা। নাটকটি ১৭মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নাটকটি করোনাকালের ভয়ানক, অস্থির, অশান্ত সময়ে লেখা। যদিও কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এই অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। এই অশান্তির জন্য দায়ী করোনা ভাইরাস। প্রথম আমরা

সংবাদপাঠিকার দ্বারা জানতে পারি আমাদের দেশ ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে জীবিত লোকের সংখ্যা মাত্র দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার। স্পেন জনশূন্য, ইতালিও জনশূন্য এবং আমেরিকায় জীবিত মানুষের সংখ্যা মাত্র ছয় লক্ষ, আর চিনে মাত্র নয় লাখ। সংবাদপাঠিকা জানান, আমাদের দেশে আজ সকাল থেকে এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু সংবাদ এসেছে। এর ফলে প্রতিটি রাস্তায় কাক-চিল-শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি মহল্লায় কুকুর-শিয়াল ও অজস্র হিংস্র জন্তু ঘুরে ঘুরে রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকা মানুষের লাশ নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে।চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে পড়েছে অজস্র জন্তু-জানোয়ারেরা, তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে গর্জন করে বেড়াচ্ছে। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে সাপ। সাপেরা প্রতিটি মৃত মানুষের শরীরের ছোবল মারছে বা কোনো লাশের নাড়িভুঁড়ি চাটতে থাকা ইঁদুর-ছুঁচোগুলোকে ধরে ধরে খাচ্ছে। নিশাচর প্রাণী পেঁচা-বাঁদুড়েরা আবার দিনের আলোতেই উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। গোটা শহর কার্যত মরা ও মুমূর্ষু মানুষের স্তুপে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সংবাদপাঠিকা বৃহত্তর সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়াতে না পেরে গত তিনদিন ধরে অসংখ্য লাশের ভিতর দিয়ে অফিসে এসেছেন এবং আমাদের কাছে মূল্যবান খবর পৌঁছে দিচ্ছেন।

বিজয় এবং সুলগ্নার দাম্পত্য-জীবনের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনিবৃত্ত এগিয়েছে। বিজয়ের বয়স ৪৫-৫০ আর সুলগ্না ৪০-৪২। বিজয় শেষ খাবার খেয়েছে পরশুদিন সকালে। একটা রুটির ছিলকা আর একটা আলুসেদ্ধ। সুলগ্না শেষ কবে খেয়েছে, শেষ কবে টয়লেটে গিয়েছে- তা তার মনে নেই। আবার বর্তমানে পরে থাকা পোশাকটা শেষ কবে পাল্টেছে তাও মনে নেই। এই মুহূর্তে তারিখ, বার সবকিছুই উল্টেপাল্টে গেছে। কিছুই মনে নেই। আবার আমরা এই সময়ে মানুষের মানবিক গুণাসমূহের অবক্ষয়ও দেখতে পাই। সুলগ্না আপন মায়ের ঘরে যাচ্ছে। খোঁজ নিতে নয়, মাস্ক আবার খুলে ফেলল কিনা দেখতে। মায়ের বয়স হয়েছে, মাস্ক কিছুতেই রাখতে চায় না। তার মা মরে গেলেও তার কোনো যায়-আসে না। সুলগ্না কখনোই চায় না, তার মায়ের শরীর থেকে সংক্রমণ আসুক তার শরীরে। তাইতো সে বিজয়কে বলে-

> "তারপর মায়ের শরীর থেকে আমার শরীরে সংক্রমণ আসুক। তারপর তোমার শরীরে, তাই তো? যা অদ্ভুত বুদ্ধি না তোমার বিজয়।"[১]

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আশাবাদী থাকে তারা। বিপদ কেটে গেলে একদিন তারা ইউরোপ ট্যুরে যাবে বা কোভালামে। তাদের একমাত্র ছেলে রুনু থাকে ক্যালিফোর্নিয়ায়। সে অবশ্যই বেঁচে আছে বলে তাদের প্রত্যয়। পৃথিবী সুস্থ-স্বাভাবিক হলে ছেলের সঙ্গে মিট করবে তারা। সব ভেবে রেখেছে তারা। জাপান নাকি বলেছে ওষুধটা প্রায় আবিষ্কার হয়ে গেছে, আর নাকি মাসখানেক লাগবে- এ খবরও রাখে তারা।আর এই খবর সত্য হলেই করোনার ওষুধ চলে আসবে আমাদের হাতে অর্থাৎ সব পূর্বের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর চরম অসুখ যে সেরে যাবে, সে বিষয়ে আশাবাদী তারা।

পৃথিবীর চরম অসুখের সময়ে চারিদিকে সবাই মারা যাচ্ছে। লাশের গন্ধে পৃথিবীটা ম-ম করছে। কেউ হয়তো বিজয়-সুলগ্নাকে বাঁচাতে আসবে না। গোপাল যে কিনা খাবার আনছে বিজয়-সুলগ্নার জন্য, তাকেও ঘরে ঢুকতে দিতে চাচ্ছে না এই দম্পতি। মানবিকতার অবনমন হয়েছে ভেবে নিলে আমাদের মস্ত বড় ভুল হবে। সকলেই চাচ্ছে সংক্রমণ এড়িয়ে বেঁচে থাকতে। আসলে পরিস্থিতিই বাধ্য করেছে আমাদের এ কাজ করতে। বিজয় গোপালের কাছে থেকে খাবার নেওয়ার সময়-

> "...পেছনের প্ল্যাটফর্মের তলা থেকে একটা প্রায় দশ ফুটের কঞ্চির টুকরো বার করে। তার মুখে একটা বাজারের ব্যাগ ঝোলায়। কঞ্চির টুকরোটি সে রাইট উইংস দিয়ে বাইরে বার করে। সুলগ্না বিজয়কে সাহায্য করে। কিছুক্ষণ পর বিজয় কঞ্চিটি টেনে নেয়। বাজারে ব্যাগটি ভর্তি হয়ে কঞ্চির মুখে আসে। বিজয় সুলগ্নার হাতে ব্যাগটি ভর্তি হয়ে কঞ্চির মুখে আসে। বিজয় সুলগ্নার হাতে ব্যাগটি দিয়ে কঞ্চিটি আবার নীচে ঢুকিয়ে দেয়।"[২]

করোনা কালে আকসারই এ দৃশ্যের সাক্ষী থেকেছি আমরা।

ছয় মাস আগেই সিঙ্গাপুর থেকে যে ব্ল্যাক জাগুয়ারটি কিনে কলকাতা চিড়িয়াখানায় আনা হয়, সেটি খাঁচা থেকে বের হয়েছে। সে কামড়ে ধরেছে গোপালের ঘাড়। যদিও গোপালকে বাঁচানোর কোনো প্রয়াস বা সদিচ্ছা আমরা বিজয়-সুলগ্নার মধ্যে লক্ষ করি না। তারা শুধু ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েই থেকেছে। মানুষ এইসময়ে স্বার্থপর হয়ে গেছে। আসলে জাগুয়ারের ধবধবে দাঁতগুলিকে ব্রাত্য বসু পুঁজিবাদের করাল গ্রাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমরা করোনাকালে দেখতে পাই সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে নাজেহাল হলেও পুঁজিবাদীরা ঠিকই তাদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। পুঁজিবাদীদের সম্পত্তি আরো ফুলেফেঁপে উঠেছে।

এদিকে সংবাদপাঠিক-সংবাদপাঠিকরা ঠিকই তাদের কর্তব্য পালন করে গেছে। সংবাদপাঠকের ছোটকাকা থেকে শুরু করে রাঙামাসি সকলে বারন তিনি সংবাদ পরিবেশন থেকে বিরত থাকেন না। কর্তব্যের তাগিদে মৃত্যুভয়কে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আশাবাদের কথা শোনান। ড. হিমাঙ্ক পালচৌধুরীর দেওয়া প্রেসক্রিপশনের ওষুধ খেয়ে লাশের স্তূপ থেকে তিনজন মানুষ সুস্থ হয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরতে পেরেছেন এবং আরও জনা তেত্রিশ মানুষ আমাদের দেশে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তার সংবাদ সংবাদপাঠকই আমাদের জানান। অর্থাৎ এই চরম বিপদ থেকে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবো-এই আশার বাণী তার কাছ থেকেই পাই।

ড. পালচৌধুরী কীভাবে সাময়িকভাবে করোনাকে অ্যারেস্ট করলেন সে খবর ডাক্তারবাবু নিজেই জানালেন। কিছুদিন আগে ফাইনাল ইয়ারের কিছু ছাত্র ডাক্তারবাবুর কাছে আসে এবং একটা বিষয় নিয়ে তারা রিসার্চও করেছিল। তাদের রিচার্সে এমন কিছু এলিমেন্ট তিনি পান, যা এই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে খুব কাজে লাগে। অর্থাৎ একমাত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানই যে আমাদের এই খারাপ সময় থেকে রক্ষা করতে পারে, তার ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি।

বিজয় সংবাদপাঠককে ফোন করে কিছু একটা পরিবেশন করতে চাইলে সংবাদপাঠক জানান, সেলিব্রিটি ছাড়া সাধারণ মানুষের গান, কবিতা, শ্রুতি নাটক বা ছোটো সিনেমা কেউ দেখাবেনা। তাইতো তিনি বিজয়ের কোনো কিছুই পরিবেশন করতে পারবেন না, সেকথা জানিয়ে দেন। আবার তিনি বিজয়কে জিম করারও পরামর্শ দিচ্ছেন–

> "আগে কিছুদিন মন দিয়ে জিম করুন।"[৩]

অর্থাৎ শরীর চর্চা করলে আমাদের 'ইমিউনিটি পাওয়ার' যে বৃদ্ধি পাবে, সে প্রসঙ্গও পরোক্ষভাবে পাচ্ছি। করোনাকে মোকাবিলা করতে হলে শরীর চর্চার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যে প্রয়োজন তারই ইঙ্গিত বহন করছে এই উক্তি।

সুলগ্না ও তার স্বামী বিজয়ের মধ্যে দাম্পত্য কলহ, মনোমালিন্য স্থান পেয়েছে নাটকে। সুলগ্না তার স্বামী বিজয়কে বলে যে 'সকাল দশটার মধ্যে অফিসে ঢুকে এর-তার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরেছ' এবং আরও বলে, 'তুমি হচ্ছ বেসিক্যালি ওপরচালাক, ফাঁকিবাজ আর মুখে মারিতং জগৎ। বিজয়ও কম যায়না।' সে তার স্ত্রীকে বলে- 'নামেই তুমি স্কুল টিচার, আসলে তুমি ইরেসপনসিবল, ভায়োলেন্ট আর সেলফিশ।' আসলে করোনাকলে 'লক ডাউনে'র সময়ে-

> "এই দীর্ঘকালীন ঘর বন্দী অবস্থা কেবল অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে না, এর গভীর প্রভাব মানসিক ভারসাম্য (mental equilibrium) ও স্বাস্থ্যের ওপরও দেখা যাচ্ছে। আমাদের মনকে অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা অজান্তেই গ্রাস করছে। এসব থেকে সৃষ্ট আতঙ্ক (panic attack) মানসিক চাপ বাড়িয়ে রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।"[৪]

এই কারনেই সুলগ্না ও বিজয়ের মধ্যে খুব তুচ্ছ বিষয়কে নিয়েও কলহ সৃষ্টি হচ্ছে। সুলগ্না অকারণে সন্দেহও করছে বিজয়কে।

সুলগ্নার মা মাস্ক খুলে আঙুর খাচ্ছিলেন, এই অপরাধে সুলগ্না তার নিজের মাকে ভায়ালে ইঁদুর মারা বিষ ভরে ইনজেকশন ফুটিয়ে দেয়।এর ফলে মৃত্যু হয় তার মায়ের। তার মায়ের বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তার তিন দিদি ছিল।

একজনও দায়িত্ব নেয় নি মায়ের। তাইতো দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে ও সর্বোপরি মাস্ক খুলে ফেলার অপরাধে, এই অন্যায় কাজ করেছিল সুলগ্না। এই প্রসঙ্গে সুলগ্নার স্বীকারোক্তি–

> "বারবার বলেছিলাম মাস্ক খুলবে না। দরকারের না খেতে পেয়ে মরো, দরকারে দমবন্ধ হয়ে মরো, দরকারে দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে মরো, কিন্তু মাস্ক মোটে খুলবে না। কথা শোনে না কেন এঁরা? এঁরা আসলে প্রত্যেকে রাষ্ট্রবিরোধী, প্রতিষ্ঠানবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী ফতোয়াবিরোধী। একটা নিয়ম ঠিক করে মানতে পারে না এঁরা।"[৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাদের জনগণের জন্য কিছু ফতোয়া বা নির্দেশ জারি করেছিল। সেই নির্দেশ না মানলে তাকে রাষ্ট্রবিরোধীও আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। অর্থাৎ এই সঙ্কটকালে রাষ্ট্রের নির্দেশ অবশ্যই মেনে চলা উচিত। সুলগ্নার মতানুসারে যারা নিয়ম মানবে না, তাদের–

> "...ইঁদুর মারা বিষের সিরিঞ্জ স্নায়ুতে-ধমনীতে ফুটিয়ে দিতেই হবে, মাস্ট।"[৬]

সুলগ্না তার মায়ের বডিটা ফেলে রাখতে চায়না। এটাকে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে ফেলে দিতে চায়। তাও আবার লোকজনকে লুকিয়ে। আবার তারা এটাও ভাবে যে বডিটা ধারেকাছে ফেলে দিলেই হয়তো জাগুয়ার, চিল বা শকুনে খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে। তাহলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তদন্ত শুরু হলেও মাতৃহত্যার দায় নিতে হবে না সুলগ্নাকে, এই পরামর্শ আটে বিজয়।

বিভিন্ন দেশ থেকে অনাবাসী বাঙালি অতিথিদের নিয়ে টিভিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নাটকে। তানজানিয়া থেকে ওখানকার স্টুডিয়োতে বসছেন শ্রীতানসেন ত্রিপাঠী, চিলির স্টুডিয়োতে বসেছেন শ্রীমতি চিল্কা চাকলাদার, আজারবাইজান থেকে স্টুডিয়োতে বসছেন আজহার জানম এবং গ্রিনল্যান্ড থেকে বসেছেন গহীন গাঙ্গোতা। তানসেন ত্রিপাঠী কট্টরপন্থী হিন্দু, তিনি বলেন-

> "মুসলমানরা পৃথিবীজুড়ে করোনার জন্য দায়ী। ...ভারতে করোনা ছড়ানোর জন্য দায়ী এই মুসলিমরা।"[৭]

আজহার জানম আবার কট্টরপন্থী মুসলিম। তিনি বলেন-

> "কী আশ্চর্য! কুয়েতে বা সৌদি আরবে নয়, শুধু ভারতেই মুসলমানরা দায়ী হচ্ছে। চিনও তো এমন অদ্ভুত যুক্তি দিচ্ছে না।"[৮]

চিল্কা হলেন একজন কট্টর নারীবাদী। তিনি উল্লেখ করেন-

> "...মূলত সারা পৃথিবী জুড়ে যে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ বাড়ছে তাই-ই করোনা এনেছে।"[৯]

তিনি আবার একথাও বলেন–

> "...ওই জন্য সায়েন্টিস্টরা বলছে করোনা ভাইরাস মাত্রেই পুংলিঙ্গ।"[১০]

আবার দলিত সমাজের প্রতিনিধি গহীন করোনার জন্য দায়ী করেন নারীদের অসভ্যতা ও নির্লজ্জ পোশাককে। সে আবার কঠোর নারী-বিদ্বেষীও। তাঁকে বলতে শুনি-

> "আপনাদের এই এলিট অসভ্যতার জন্যই সমাজে করোনা এসেছে। আপনারাই দায়ী। সমাজে মেয়েদের এই অসভ্যতা, এই নির্লজ্জ পোশাক-আশাক পরার কারণে করোনা এসেছে।"[১১]

রক্ষণশীল তানসেন আবার বলেন যে-

> "যবে থেকে আমাদের দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আমরা গো-রক্ষা করতে পারিনি, তবে থেকেই করোনার রমরমা। গোরুর জন্য, আমাদের মতো গোরুর জন্য, মানে সার্বিক গোরু প্রজাতির বিপন্নতার জন্য আজ মনুষ্যপ্রজাতি বিপন্ন।"[১২]

গহীন আবার মার্কসবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। বলেন-

> "যবে থেকে মার্কসবাদ পৃথিবীতে বিপন্ন, মনুষ্যপ্রজাতিও বিপন্ন। সোভিয়েত আজ বেঁচে থাকলে চিনের এত রমরমা হত না।"[১৩]

কট্টরপন্থী মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি আজহার আবার বলে ওঠেন-

> "ইসরায়েল থেকে ওই করোনার উৎপত্তি। আমেরিকা দিনের পর দিন ওই করোনাকে মদত দিয়েছে।"[১৪]

করোনাকালে ভার্চুয়াল মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা টিভিতে বিতর্কসভায় যোগ দিতেন। এখানেও সেরকম একটি বিতর্কসভার দেখা মিলেছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের ধারণা অনুযায়ী করোনার উদ্ভবের আজগুবি কারণের উল্লেখ করেছেন। তার অধিকাংশই অবাস্তব ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। যা কিনা আমাদের মধ্যে হাস্যরসের যোগান দেয়।

নাটকে করোনাকে আবার একটা ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সী ছেলের চরিত্র হিসেবে হাজির করা হয়েছে। এই নাটকে করোনা চরিত্রটি বিজয়কে বলেছে-

> "আপনারা এখন ভয়ে ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে আছেন। মাথা নীচু করে আছেন। আপনাদের জুলজুলে চোখ, চকচকে মুখ, লকলকে দাঁত আর ঝকঝকে থুতনিতে এখন কালির দাগ। সবাই মায়ের থানে মানত রাখার মতো করে আজকাল দাড়ি রাখছেন আপনারা।"[১৫]

করোনাকালে প্রত্যেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত, চিন্তিত। প্রত্যেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট। ছোঁয়াছুঁয়িও এড়িয়ে চলতে চায়। তাইতো দাড়িগুলো বড়ো হয়ে গেলেও তা নিয়ে চিন্তিত নয় কেউ। দেখে মনে হয় মানত রেখেছে হয়তোবা। এই বাস্তব বিষয়টিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার।

করোনা কীভাবে ছড়ায় তার উল্লেখ করোনা চরিত্র নিজেই করছেন।

> "...আমাকে আপনাদের চালে-ডালে-দুধে-নেশার সামগ্রীতে টেনে এনেছে। আপনি নিঃশ্বাস নিতে গেলেই আমি আপনার ফুসফুসে ঢুকে পড়ব। আপনি কাউকে করমর্দন করতে গেলেই আপনার দু'হাতের আঙুলে আমি চটচট করব। আপনি কোনও নারীকে আদর করতে গেলেই আপনার আর ওই নারীর সর্বাঙ্গে ঠিকথিক করে উঠব।"[১৬]

অর্থাৎ করোনা যেন সবখানেই বিরাজ করছে। করোনা থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সেই প্রসঙ্গই এখানে জানাচ্ছে করোনা চরিত্র নিজে। এবং প্রসঙ্গক্রমে সামাজিক দূরত্ব অবলম্বনও যে জরুরি তারও ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। এই নাটকে ব্রাত্য বসু সত্যদ্রষ্টা হয়ে ঘটনাক্রম সাজিয়েছেন, সামাজিক দায়বদ্ধতাও তিনি রক্ষা করেছেন। দেশ, জগত ও জীবনের এই চরম দুঃসময়ে ব্রাত্য বসু নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারেননি, সচেতন নাগরিক হিসেবে তাঁর কর্তব্য তিনি পালন করে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকেও সতর্ক করেছেন।

সুলগ্না সন্দেহবাতিক চরিত্র হিসেবে নাটকে বারবার উপস্থিত হয়েছে। করোনা চরিত্রটিকে বিজয়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হতে দেখে ভেবেছে হয়তোবা তাকে খুন করার জন্য সুপারিকিলার ডেকেছে বিজয়। তাইতো করোনা চরিত্রটিকে গুলি করতে চেয়েছে সুলগ্না এবং আপন ছেলের রুনু যখন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ঘরে প্রবেশ করে ঠিক সেই মুহূর্তেই করোনাকে উদ্দেশ্য করে চালানো গুলি লাগে রুনুর শরীরে।

লক ডাউনের সময় রুনু ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাঁটতে শুরু করে বাড়ির উদ্দেশ্যে। হাঁটতে হাঁটতে কানাডা গেছে, তারপর কানাডার উত্তরদিক থেকে আমেরিকার আলাস্কার নোম শহর হয়ে রাশিয়ায় ঢুকল। তারপর সোয়া হয়ে মঙ্গোলিয়া হয়ে চিন হয়ে ভুটান দিয়ে শিলিগুড়ি হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা বাড়ি। অনেক মৃত্যু-মড়ক-মারী দেখে টিকে থেকে ঘরে ফিরলেও শেষরক্ষা হয়নি। আপন মায়ের হাতেই মৃত্যু হয় রুনুর। এই প্রসঙ্গে করোনা চরিত্র বলে-

> "আমার ভ্যাকসিন বার করার আগে, আপনারা আপনাদের পরের প্রজন্মকেই এইভাবে খুন করতে করতে যাবেন। আপনাদের লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর যোগ্যতাহীন হিংস্র চাহিদা এইভাবে আপনাদের উত্তরপুরুষদের লাশ বানিয়ে দেবে।"[১৭]

এ যেন করোনাকালের স্বাভাবিক দৃশ্য। করোনাকালে পরিযায়ী শ্রমিকরা হাজার হাজার কিলোমিটার হেঁটে বাড়ি আসার চেষ্টা করেছে। কখনও দেখেছি বাবা-মা নিজের সন্তানকে কোলে-পিঠে নিয়ে চেষ্টা করেছে হেঁটে বাড়ি ফেরার। নাটকের এই দৃশ্যসজ্জা সে কথাই মনে করিয়ে দেয় আমাদের।

নাটকের অন্তিম পর্যায়ে দেখা যায় রুনু মরে যায়। বিজয় ও সুলগ্না সন্তানশোকে কাঁদে। তারা তাদের মাথার মাস্ক খুলে ফেলে এবং রুনুর মাথা তারা কোলে তুলে নেয়। করোনার খারাপ সময়ে আমাদের হয়তো অনেক আপনজনদের মৃত্যু

দেখতে হবে, কিন্তু আপনজন হারানোর মৃত্যু ভুলে সমাজকে, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের মাস্ক অবশ্যই খুলে ফেলার দিন আসবে। সমাজকে সচল-গতিশীল রাখার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের। নাটকের শেষে যেন ব্রাত্য বসু এই বার্তাই আমাদের দিয়ে গেছেন।

পৃথিবীতে খারাপ সময় আসে,আবার কালের নিয়মে তা চলেও যায়। কিন্তু মানবিক গুণাবলী থেকে যায় সারাজীবন। তাইতো করোনাকালে মানবিকতার অবক্ষয় দেখে করোনা চরিত্র বলেছিল-

> "আপনারা বিবেককে হত্যা করেছেন, বন্ধুত্ব শব্দটাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, আত্মীয়তা বিষয়টাকে মহাসাগরে ছুড়ে ফেলেছেন, মূল্যবোধ শব্দটাকে মর্গের ভেতর ঠান্ডিঘরে শুইয়ে রেখেছেন।"[১৮]

করোনা চরিত্র আরও বলে-

> "আপনাদের লজ্জা করছে না এইভাবে আপনারা বেঁচে আছেন? কীটের মতো, পতঙ্গের মতো, নর্দমার আবর্জনার টুকরোর মতো।"[১৯]

হঠাৎ যেন আমাদের মনে হয়- মানুষের আকাশচুম্বী ক্ষমতা যেন এই সময় ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। মানুষের অন্তহীন আস্ফালন, ঔদ্ধত্য সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু না। পৃথিবী আবার শান্ত হয়। মানবিকতাই পৃথিবীকে আবার নতুন রূপে গড়ে তোলে।

সঞ্জীব চৌধুরীর ছোটোগল্প 'পার্শ্বচরিত্রে করোনা' গল্পের প্রধান চরিত্র রঞ্জনের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। রঞ্জন বলে-

> "হাসপাতালের বাইরে যারা করোনার আতঙ্কে প্রতিনিয়ত মৃত্যুভয়ে মরছে, তাদের কাছে করোনা মুখ্য চরিত হতে পারে। কিন্তু হাসপাতালের ভিতরে যে সব ডাক্তার, নার্স, হাউসকিপিং স্টাফ নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে অন্যের জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছে, যে সব পেশেন্ট মৃত্যুর সামনে বুক চিতিয়ে জীবনের শেষ হিসেবটুকু মিলিয়ে নেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই নাটকের মুখ্য চরিত্র। বরং করোনাই যেন পার্শ্বচরিত্রে একা!"[২০]

সাময়িকভাবে করোনা যতই আস্ফালন দেখাক, যতই ক্ষমতা প্রদর্শন করুক। মানবিকতার কাছে হার মেনে যায় করোনা।মানবতার জয় ঘোষিত হয়। পৃথিবী আবার আগের মত সুস্থ,স্বাভাবিক, সুন্দর, বর্ণময়, প্রাণময়, প্রানোজ্জল হয়।যার পূর্বাভাস নাট্যকার আমাদের দিয়ে গেছেন। তাহতো এটি সাধারণ নাটক হিসেবে না থেকে সময়ের দর্পণ হয়ে করোনাকালের ঘটনাকে আমাদের সামনে তুলে ধরছে এবং খারাপ সময় শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে আশাবাদের আলোকবর্তিকা হয়ে বিরাজমান থেকেছে। আর এখানেই এই নাটকের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, ব্রাত্য, 'নাটক সমগ্র-৪', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা প্রথম সংস্করণ, মে, ২০২২, পৃ. ২৯১
২. আগের সূত্র, পৃ. ২৯৩
৩. আগের সূত্র, পৃ. ২৯৮
৪. রায়, অরূপ, 'নোভেল করোনা ভাইরাস ঘটিত অতিমারী', শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সাল-২০২০
৫. বসু, ব্রাত্য, 'নাটক সমগ্র-৪', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা প্রথম সংস্করণ: মে,২০২২, পৃ. ৩০০
৬. আগের সূত্র, পৃ. ৩০১
৭. আগের সূত্র, পৃ. ৩০২
৮. আগের সূত্র, পৃ. ৩০২
৯. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৩
১০. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৩

১১. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৩

১২. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৩

১৩. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৩

১৪. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৩

১৫. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৬

১৬. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৭

১৭. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৯

১৮. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৭

১৯. আগের সূত্র, পৃ. ৩০৭

২০. চৌধুরী, সঞ্জীব, 'পার্শ্বচরিত্রে করোনা' (ছোটোগল্প), আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, ৩ জুলাই, ২০২২, আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, ৩ জুলাই, ২০২২